Ganesh Ghose Papers

Articles by him
S. NO: 33

Undated

"Kamagatamaru" sangkranto
alosmirniyo birotter kahini

গণেশ ঘোষ

"কামাগাটামারু" সংক্রান্ত অবিস্মরণীয় বীরত্বের কাহিনী

গণেশ ঘোষ

by Ganesh Ghosh

Story of Kamagatamaru

বহু সংখ্যক স্বদেশ প্রেমিকের তপ্তরক্ত বিধৌত পবিত্র বজবজে জাহাজ "কামাগাটামারু" সংক্রান্ত অপরিসীম বেদনাদায়ক ও গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা ঘটেছিল এখন থেকে ৬৪ বছর আগে। সেই বিশিষ্ট দিনটি ছিল ১৯১৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর। ওই "কামাগাটামারু" ঘটনার সাথে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী। তাঁদের অকৃত্রিম দেশ-প্রেম, তাঁদের অবিস্মরণীয় বীরত্ব, তাঁদের অপরিসীম সাহস এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তাঁদের সীমাহীন ঘৃণা সেই যুগে ভারতীয় জনমনে শুধু নূতন উৎসাহ ও প্রেরণাই সৃষ্টি করে নি; তাঁদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকেও সমৃদ্ধ ও গৌরবমণ্ডিত করেছে। "কামাগাটামারু" এই নামটি ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় অধিকার করে রয়েছে।

আজ থেকে প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বেকার কথা। তখন ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন; ভারতবর্ষীয়েরা ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে শৃঙ্খলিত। ইংরেজরা এবং ইওরোপের অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ ভারতীয় জন-সাধারণকে মনে করত নিকৃষ্ট ধরনের মানুষ, কেবলমাত্র গোলামীর উপযুক্ত এবং ভারতবর্ষকে মনে করত শোষণের কামধেনু। পৃথিবীর সম্মুখে ভারতীয়দের অবদমিত ও হেয় করেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের উপর অমানুষিক শোষণ ও অপরিসীম নির্যাতন করবার অবাধ সুযোগ প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল।

সেই সময়ে সুদূর কানাডায় প্রায় ৮ সহস্র পাঞ্জাবের অধিবাসী বাস করতেন; তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন শিখ ধর্মাবলম্বী। তাঁরা প্রত্যেকেই সেখানে নিজেদের কায়িক পরিশ্রমের দ্বারাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করতেন। ইউনাইটেড ষ্টেটস্ অব আমেরিকায় অবস্থিত শিখদের বিপ্লবী সংগঠন "গদর পার্টির" প্রচারের ফলে কানাডায় অবস্থিত এইসকল শিখেদের মধ্যেও জাতিয়তা-বোধের উন্মেষ হয় এবং তাঁরাও ভারতে বিপ্লব সংগঠনের জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করবার আগ্রহ প্রকাশ করেন ও উৎসাহী হয়ে ওঠেন। কানাডা সরকার এই সংবাদ পেয়ে কিছুটা অস্বোয়াস্তি বোধ করতে থাকে।

এই সময়েই সম্ভবতঃ বৃটিশ সরকারের পরামর্শ ও প্ররোচণার ফলে কানাডা সরকার কানাডায় অবস্থিত ভারতীয় অধিবাসীদের বিরুদ্ধে বিরূপ ও অত্যন্ত আপত্তিকর আচরণ আরম্ভ করে। কেবলমাত্র ভারতীয় হওয়ার অপরাধেই তাঁদের নানাবিধ অবিচার ও অসম্মানকর আচরণ সহ্য করতে হোত।

নূতন করে যাতে কোন ভারতীয় আর সহজে কানাডায় প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য কানাডা সরকার ১৯১০ সালের ৯ই মে তারিখে এক নূতন আইন প্রণয়ন করে ঘোষণা করে দেয় যে, কানাডা প্রবেশ ইচ্ছুক প্রত্যেক ভারতীয়কে নগদ ২০০ ডলার সঙ্গে আছে দেখাতে হবে এবং ভারতবর্ষ থেকে সরাসরি কানাডায় গিয়ে পৌঁছাতে হবে; পথে কোথাও যাত্রা বিরতি করা চলবে না। সেই সময়ে ভারতবর্ষ থেকে কোন জাহাজই সরাসরি কানাডায় যেত না; তাই কোন ভারতবাসীর পক্ষেই সরাসরি কানাডায় যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

কিন্তু ভারতীয়েরা, বিশেষভাবে কানাডায় বসবাসকারী ভারতীয়েরা, কানাডা সরকারের এই অযৌক্তিক ও অন্যায্য আদেশ সহজে মেনে নিতে স্বীকৃত হন নি। প্রায় সাথে সাথেই ১৯১১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে United India League এবং Khalso Dewan Society নামে ভারতীয়দের এবং প্রধানতঃ কানাডায় বসবাসকারী পাঞ্জাবের অধিবাসীদের দুইটি সংগঠন গড়ে ওঠে এবং এই দুইটি সংগঠনই নিয়মতান্ত্রিক পথে ভারতীয়দের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য এবং ভারতীয়দের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করতে থাকে।

কিন্তু অনুরোধ, উপরোধ, এবং শান্তিপূর্ণ পথে প্রতিবাদ প্রভৃতির মাধ্যমে কোন ফলই পাওয়া যায় নি। তখন সর্দার গুরুদিৎ সিং নামে সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি স্থানের খুব বড় এবং ধনী একজন ব্যবসায়ী Guru Nanak Navigation Company-র পক্ষে "কামাগাটামারু" নামে একখানি জাপানী জাহাজ কিনে নিয়ে কিম্বা হয়ত charter করে ১৯১৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে হংকং থেকে কানাডার জন্য রওনা হোয়ে যান এবং পথে সাংহাই, মোজে এবং ইওকোহামা থেকে আরও যাত্রী তুলে নিয়ে ২৩শে মে তারিখে কানাডার অন্তর্গত ভাঙ্কুবার বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হন। তখন সেই জাহাজে ভারতীয় যাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৭২ জন।

কানাডা সরকার কিন্তু নিজেদের নৌবাহিনী ও সৈন্য দিয়ে ঐ জাহাজখানি ঘিরে রাখে এবং জাহাজের কোন ভারতীয় যাত্রীকেই তীরে অবতরণ করতে দেয় নি। এমন কি ঐ জাহাজে যারা জাপানী কর্মচারী ও খালাসী ছিল তারা কিন্তু নীচে নেমে জল ও খাবার সংগ্রহ করতে পারত; কিন্তু ভারতীয় যাত্রীদের কানাডা সরকার সেটুকু সুযোগও দেয় নি। এমনি করে ভাঙ্কুবার বন্দরে ওই জাহাজখানিকে পরিপূর্ণ দুই মাস ঐভাবে অবরোধ করে রেখে দেওয়া হয়। এই দুই মাস যাত্রীদের জন্য ওই জাহাজখানিতে জলও সরবরাহ করা হয় নি এবং কোনরূপ খাদ্যও যেতে দেওয়া হয় নি।

এর ফলে "কামাগাটামারু" জাহাজের শিখ যাত্রীরা যখন বেপরোয়া হোয়ে উঠে সরকারী ফৌজের সাথে সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হোয়ে ওঠেন এবং কানাডায়

বসবাসকারী ভারতীয়েরা, বিশেষভাবে ভাঙ্কুবারে অবস্থানকারী পাঞ্জাবের অধিবাসীরাও যখন সেই একই সময়ে "কামাগাটামারু" জাহাজের ভারতীয় যাত্রীদের প্রতি কানাডা সরকারের অমানুষিক ব্যবহারের প্রতিবাদে ভাঙ্কুবার শহরে ব্যাপকতম অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ জ্বালিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন কানাডা সরকার অবিলম্বে "কামাগাটামারু" জাহাজে প্রয়োজনীয় জল ও খাদ্য সরবরাহ করে জাহাজখানিকে কানাডা পরিত্যাগ করে চলে যেতে অনুরোধ করে। তদনুযায়ী "কামাগাটামারু" পরিপূর্ণ দুই মাস অবরুদ্ধ থাকবার পর ১৯১৪ সালের ২৩শে জুলাই তারিখে জাপানের উদ্দেশ্যে কানাডা পরিত্যাগ করে।

জাহাজখানি ১৬ই আগষ্ট তারিখে জাপানের ইওকোহামা বন্দরে পেঁছায়। কিন্তু ইংরেজ সরকারের অনুরোধ ও নির্দেশে জাপান ও চীনদেশের সরকার তাদের নিজেদের দেশের কোন বন্দরেই ওই জাহাজ থেকে কোন ভারতীয় যাত্রীকে নীচে নামতে দেয় নি।

অবশেষে আরও দুই মাস পরে, ১৯১৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে জাহাজখানি কলিকাতার উপকণ্ঠে বজবজে এসে পেঁছায়। এবং বজবজে আসার সাথে সাথেই ভারতের ইংরেজ সরকার আদেশ জারী ক'রে দেয় যে ১৫ মিনিটের মধ্যেই প্রত্যেক যাত্রীকে নীচে নেমে গিয়ে বজবজ রেল ষ্টেশনে প্রস্তুত ট্রেনখানিতে উঠতে হবে। ট্রেনখানি সোজা পাঞ্জাব চলে যাবে। যাত্রীরা অকস্মাৎ এই অদ্ভুত আদেশ শুনে খুব বিভ্রান্ত বোধ করেন এবং ওই পরিস্থিতিতে তাঁদের কি করণীয় তা স্থির করবার জন্য নিজেদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ করেন; তখন একদল পুলিশ জাহাজে উঠে যাত্রীদের ধাক্কা মেরে ও লাথি মেরে জাহাজ থেকে নীচে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

বজবজ রেল ষ্টেশনে পূর্ব থেকেই একখানি ট্রেন প্রস্তুত হোয়ে অপেক্ষা করছিল। ৬০ জন বিভ্রান্ত যাত্রীকে নিয়ে ট্রেনখানি অবিলম্বে ষ্টেশন পরিত্যাগ করে চলে যায়। এই অবস্থায় অবশিষ্ট যাত্রীরা কি করবেন বুঝতে না পেরে নিজেদের মধ্যে উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করেন। তখন রাত হোয়ে গিয়েছিল এবং বজবজে পুলিশ ও ফৌজের সংখ্যা খুব কম ছিল বলে সরকারও আর যাত্রীদের বিরুদ্ধে জবরদস্তিমূলক কোন নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহস পায় নি।

পরদিন অপর একখানি ট্রেন প্রস্তুত করে বজবজ ষ্টেশনে নিয়ে আসা হয় এবং ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষারত "কামাগাটামারু" জাহাজের যাত্রীদের বলা হয় অবিলম্বে ওই ট্রেনখানিতে না উঠলে বন্দুকের গুলির জোরে তাদের সকলকে ট্রেনে তুলে দেওয়া হবে। দেশপ্রেমিক পাঞ্জাবী বীরেরা তখন সরকারের ওই আদেশ অমান্য করে পায়ে হেঁটেই কলিকাতা অভিমুখে দলবদ্ধভাবে রওনা

হোয়ে যান। তখন পর্যন্ত বজবজে সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না বলে সেখানে উপস্থিত ২৪ পরগণা জেলার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ওই যাত্রীদের প্রতি কোনরূপ বাধা দিতে পারে নি; কিন্তু সে অবিলম্বে সংবাদটি কলিকাতায় জানিয়ে দেয় এবং যথাসম্ভব সত্বর বহু সংখ্যক ইংরেজ ফৌজ ও সশস্ত্র পুলিশ বজবজে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ জানায়।

হাঁটতে হাঁটতে বিদ্রোহী পাঞ্জাবী বীরেরা প্রায় পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করে চলে যান। ঠিক এই সময়ে কয়েকখানি মোটর গাড়ীতে এবং মোটর ট্রাকে বহু সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশ কলিকাতা থেকে সেখানে গিয়ে পেঁাছায়। সেই ফৌজের মধ্যে থেকে একজন ইংরেজ নিজেকে লাট সাহেবের প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়ে পাঞ্জাবী বীরদের অনুরোধ করে যে তাঁরা যেন বজবজে ফিরে যান এবং বজবজে ফিরে গেলেই তাঁদের সব অভিযোগের প্রতিকার করা হবে। সরল বিশ্বাসে দেশপ্রেমিক বীরেরা ধূর্ত, শঠ, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক ইংরেজের কথায় বিশ্বাস করে অতি কষ্টে হেঁটে হেঁটে সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় আবার বজবজে ফিরে আসেন। তখন তাঁরা সকলেই অতিশয় ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত এবং অবসন্ন।

কিন্তু বজবজে এসে পেঁাছান'র সাথে সাথেই তাঁদের উপর নূতন আদেশ দেওয়া হয় ট্রেনে নয় অবিলম্বে ঐ জাহাজেই তাঁদের সবাইকে উঠতে হবে। তাঁদের আরও বলা হয় অবিলম্বে জাহাজে না উঠলে গুলি মেরে মেরেই তাঁদের সবাইকে জাহাজে তোলা হবে। ঐ অদ্ভূত এবং অর্থহীন আদেশ মানতে বীরেরা অস্বীকার করেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের উপর বেপরোয়া এবং নিষ্ঠুর-ভাবে গুলি বর্ষণ আরম্ভ হয়।

অকস্মাৎ এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ঐরূপ অমানুষিক আক্রমণের ফলে দেশপ্রেমিক বীরেরা সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েন। কিন্তু সেই দিন ইংরেজ সরকারের নির্দেশে বজবজ রেল ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর বেপরোয়া গুলি বর্ষণের ফলে সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নিরপরাধ বহু দেশপ্রেমিক শিখ বীর নিহত হন। এই বীর শহীদদের ১৭ জনের নাম সঠিকভাবে জানা গিয়েছে। এই অমর শহীদদের নাম নীচে উল্লিখিত হোল :

অমৃতসরের অধিবাসী—(১) শিহা সিং, (২) ভূর সিং, (৩) শিব সিং;

জলন্ধরের অধিবাসী—(১) লছমন সিং, (২) ইন্দার সিং, (৩) অর্জুন সিং;

ফিরোজপুরের অধিবাসী—(১) নারায়ণ সিং, (২) ভূর সিং;

লুধিয়ানার অধিবাসী—(১) ঈশ্বর সিং;

নাভার অধিবাসী—(১) ভজন সিং;

পাতিয়ালার অধিবাসী—(১) চনন্ সিং; (২) করম সিং;

জলে ডুবে মৃত্যু—(১) ইন্দার সিং; এবং আহত হোয়ে হাসপাতালে মৃত্যু টেহল সিং এবং মঙ্গল সিং; এবং সেদিন সেই সময়ে গুলিতে প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন বাংলা দেশের রুক্মিনিকান্ত মজুমদার এবং উড়িষ্যার দীনবন্ধু পাণ্ডে। অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছে সেইদিন পুলিশের গুলিতে আরও যাঁরা নিহত হোয়েছিলেন বলে সকলের বিশ্বাস তাঁদের নামও এখানে উল্লেখ করা হোল: (১) কৃপা সিং, (২) বরকত সিং, (৩) মুনসা সিং, (৪) রাম সিং, (৫) মায়া সিং, (৬) বান্তা সিং, (৭) নন্দ সিং, (৮) ভাগ সিং, (৯) অর্জুন সিং (পিতা গোবিন্দ সিং), (১০) শান্তা সিং, (১১) বীর সিং, (১২) আশা সিং, (১৩) ছাত্তার সিং, (১৪) গুরুদিত সিং, (১৫) নারায়ণ সিং (পিতা সুলতান সিং), (১৬) বুধা সিং, (১৭) শের সিং, (১৮) কর্তারাম, (১৯) বংশী রাম, (২০) কেহর সিং, (২১) পাখার সিং, (২২) দিলজিৎ সিং, (২৩) সাধ্ধা সিং, (২৪) লাল সিং, (২৫) ভগত সিং, (২৬) হরনাম সিং, (২৭) পুরন সিং, (২৮) সন্তোখ সিং, (২৯) গোদিরাম।

গুরুতর আহত অবস্থায় সেদিন ২১ জনকে হাসপাতালে পাঠাতে হোয়েছিল।

২০০ জনেরও বেশী ব্যক্তিকে "অবাঞ্ছিত লোকের অনুপ্রবেশ" সংক্রান্ত আইনের অদ্ভুত ও হাস্যকর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। ৩০ জন বিদ্রোহী বীরের কোন হদিশ সেদিন পুলিশ পায় নি। তাঁরা বজবজের আশেপাশের গ্রামের ভিতরের পথ দিয়ে এবং সেইসকল গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় বহু কষ্টে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় চলে আসতে সক্ষম হোয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সর্দার গুরুদিৎ সিং।

সেদিনের বজবজের সেই পরিস্থিতি ছিল বীর শিখ দেশপ্রেমিকদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে; এবং সেদিন সন্ধ্যায় বজবজ রেল ষ্টেশনে দুই পক্ষের মধ্যে যে সামান্য সশস্ত্র সংঘর্ষ ও সংগ্রাম হোয়েছিল তাও ছিল অসম। একদিকে ছিল বৃটিশ সেনাবাহিনী রয়েল ফিউজিলিয়ার্স-এর দুইটি কোম্পানীর কয়েক শত সৈনিক; কলিকাতা Reserve Force-এর কয়েক শত সশস্ত্র সেনা এবং কয়েক শত সশস্ত্র পুলিশ। আর অপর পক্ষে ছিলেন মাত্র ৩০০ দেশপ্রেমিক বীর এবং তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। কেবলমাত্র তাঁদের ৩।৪ জনের কাছে ৩।৪টি অতি স্বল্প পাল্লার ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। কিন্তু দেশপ্রেমিক শিখ বীরেরা সেদিন সেই পরিস্থিতিতেও হতাশা বোধ করেন নি এবং অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন নি। অকুতোভয়ে এবং অবিস্মরণীয় বীরত্বের সাথে সেদিন তাঁরা তাঁদের সেই অতি স্বল্প আগ্নেয়াস্ত্রই তাঁদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অতি কুশলতার সাথে ব্যবহার করেছিলেন। তার ফলে সেদিন শত্রুপক্ষের কয়েকজনকেও প্রাণ দিতে হোয়েছিল। সেই নিহতদের

মধ্যে ছিল লুধিয়ানা পুলিশের দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক মান সিং ও সাওয়ান সিং এবং কলিকাতা পুলিশের সার্জেন্ট মেজর ইষ্ট উড; আর ছিল ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের লোকো সুপারিন্টেন্ডেন্ট লোম্যাক্স।

শিখ যাত্রীদের অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। রাত্রির অন্ধকারে সামান্য কিছু সুযোগ থাকলেও স্থানটি ছিল তাঁদের সকলেরই সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অজ্ঞাত। তদুপরি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথশ্রম, অবসাদ, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় তাঁদের সকলেরই প্রাণ ছিল ওষ্ঠাগত। তা সত্বেও অপরিসীম বীরত্ব ও সাহসের সাথে তাঁদের মধ্যে ৩০ জন বিদ্রোহী বীর অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেও কলিকাতায় চলে আসেন। সর্দার গুরুদিৎ সিং ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

১৯১৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে বজবজের মাটি দেশপ্রেমিক বীর শহীদদের বুকের তপ্ত রক্তে সিক্ত হোয়ে লাল হোয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেদিনের সেসব অমর শহীদগণের প্রাণদান ব্যর্থ যায় নি। সেদিনের বজবজের সেই অবিস্মরণীয় ঘটনা বাংলা দেশ তো বটেই সমগ্র ভারতের জনমনে গভীর উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল এবং ভারতের অগণিত মানুষকে মুক্তি-সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিল। তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল পর বৎসর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে যখন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ইংরেজের অধীনস্থ ভারতের দেশীয় সিপাহীদের আর একবার দেশব্যাপী বিদ্রোহ করে সমগ্র ভারতবর্ষে বিপ্লব সংগঠনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্য সেদিনের সেই অসমসাহসিক পরিকল্পনা সফল হোতে পারে নি; এবং রক্তপিপাসু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেই সময়ে বহু সংখ্যক বীর তরুণদের ফাঁসী-মঞ্চে হত্যা ক'রে ভারতীয়দের মুক্তির কামনা অবদমিত করতে চেষ্টা করেছিল। ঐ সময়ে সাম্রাজ্যবাদী সরকার প্রতিহিংসাপরায়ণতার সাথে যাঁদের হত্যা করেছিল তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী।

"কামাগাটামারু" সংক্রান্ত ঘটনাবলী আমাদের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি বিশেষ গৌরবের অধ্যায় এবং সেদিনের সেই অমর শহীদ-দের অবিস্মরণীয় বীরত্বের কাহিনী আমাদের জাতীয় ইতিহাসকে সমৃদ্ধ কোরেছে এবং গৌরবোজ্জ্বল কোরেছে।

কামাগাটামারু স্মারক সমিতি, ৩এ দ্বারিক গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা হইতে শ্রীনৃপেন চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।